গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন (১১ তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা- ১০০০
www.bkkb.gov.bd

বিষয়: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুষ্ঠিত ৪১তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ এহছানুল হক, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
সভার তারিখ ও সময়	:	২৫ জুন ২০২৬, বৃহস্পতিবার, বিকাল: ৩:০০ টা
স্থান	:	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভা শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ও বোর্ডের সদস্য সচিব আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি: ০১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৪০তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন ৪০তম বোর্ড সভা ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ৪০তম সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতির ২.৭ অংশে 'বোর্ডের নিজস্ব ভবন/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের জন্য বাংলাদেশ বেতার, রংপুর এর অধিগ্রহণকৃত ভূমি রিজিউম করে প্রতীকী মূল্যে বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে' এর স্থলে 'বোর্ডের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ভবন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কমিউনিটি সেন্টারের জন্য ১(এক) একর ভূমি প্রতীকী মূল্যে বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে' রূপে সংশোধন করা যেতে পারে। অন্য কোন সংশোধনী/মন্তব্য না থাকায় ৪০তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর বর্ণিত সিদ্ধান্ত সংশোধনপূর্বক দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

আলোচ্যসূচি: ০২। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৪০তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	দিলকুশা বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (বিকেকেবি) ভবন নির্মাণ-শীর্ষক প্রকল্প	পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার সিদ্ধান্ত এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কতিপয় পর্যবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটি দ্রুততম সময়ে অনুমোদন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। এ বিষয়ে সভায় উল্লেখ করা হয় যে, ভবন নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত জমিতে কর্মচারীদের পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত বোর্ডের বাসগুলো রাখা হয় এবং রুটিন মেরামত করা হয়। তাই, ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করার পূর্বেই বোর্ডের গাড়ি রাখার বিকল্প স্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বিআরটিসি এবং ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের সহায়তা কামনা করা হয়।	(ক) ডিপিপি দ্রুততম সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে; (খ) বাংলাদেশ সচিবালয়ের নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থানে জমি বরাদ্দ/ব্যবস্থা করার জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকাকে পত্র প্রেরণ করতে হবে; (গ) অস্থায়ীভিত্তিতে বোর্ডের বাসগুলো রাখার ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য বিআরটিসি চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করতে হবে।	(ক) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়; (খ) মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (গ) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর; (ঘ) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (ঙ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি। (চ) বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা
২.২	মতিঝিল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের	"মতিঝিল বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের জনবল নির্ধারণ ও ব্যয় প্রাক্কলনের সম্মতি জ্ঞাপনের নিমিত্ত অর্থ বিভাগে	(ক) মতিঝিল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের	(ক) সচিব, অর্থ বিভাগ' (খ) মহাপরিচালক,

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	স্থানে ১৫তলা বিশিষ্ট "মতিঝিল বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ":	প্রকল্পটি প্রক্রিয়াধীন আছে। সভায় জানানো হয় যে, মতিঝিল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। বিশেষ করে দোতলায় অবস্থিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। সিলিংয়ের প্লাস্টার খসে পড়ছে এবং রডের ট্যাম্পার নষ্ট হয়ে গেছে। অতিদ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন অথবা বিকল্প কোন স্থানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাছাড়া সাব-স্টেশনে টিনের চাল হতে পানি পড়ে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা বিবেচনা করে তদস্থলে ১৫তলা বিশিষ্ট "মতিঝিল বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের জনবল নির্ধারণ ও ব্যয় প্রাক্কলনের সম্মতি প্রদানের বিষয়ে অর্থ বিভাগকে তাগিদপত্র প্রদান করতে হবে এবং এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে; (খ) ভবনটির বর্তমান অবস্থার বিষয়ে (প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার, ক্লাব ও সাবস্টেশন) দ্রুত একটি প্রতিবেদন প্রদানের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরকে পত্র দিতে হবে; (গ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের পাশে অবস্থিত বোর্ডের পরিত্যক্ত ক্লাব ভবনটি সংস্কার অথবা অপসারণ করে একটি অস্থায়ী সেড নির্মাণ করে মতিঝিল বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।	বিকেকেবি; (গ)প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর; (ঘ) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.৩	চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে ২০তলা বিশিষ্ট বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প:	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে গঠিত একটি কমিটি চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে ২০তলা বিশিষ্ট বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প স্থান পরিদর্শন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের দক্ষিণ পাশের সিজিএস কলোনী এবং আগ্রাবাদ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রবেশের রাস্তার জায়গা ছেড়ে দিয়ে বিকেকেবি ভবন নির্মানের সুপারিশ করে। উক্ত সুপারিশের আলোকে নকশা রিকাস্ট প্রয়োজন। তাছাড়া, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক উল্লিখিত ভূমির মালিকানা বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নামে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে পত্র	(ক) কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে ভবনের নকশা রিকাস্ট করার কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে হবে; (খ) ভবন নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত ভূমি বোর্ডের নামে স্থানান্তরের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	(ক) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়; (খ) মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (গ) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর; (ঘ) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর; (ঙ) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		দেয়া হয়েছে।		
২.৪	খুলনা বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প:	"খুলনা বিকেকেবি কল্যাণ ভবন" নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের খসড়া ডিপিপিতে পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা প্রতিবেদন না থাকায় ০৮ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত প্রকল্প যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্ভাব্যতা যাচাই রিপোর্ট পুনঃপ্রণয়ন এবং রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে নতুন করে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ১৬ জুন ২০২৬ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; (খ) সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে পুনরায় ডিপিপি প্রণয়ন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	(ক) মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (খ) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর; (গ) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.৫	পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় রেস্টহাউজ কাম রিসোর্ট নির্মাণের জন্য ভূমি বরাদ্দের ব্যবস্থা:	পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় রেস্টহাউজ কাম রিসোর্ট নির্মাণের জন্য নিষ্কন্টক জমি চূড়ান্তভাবে নির্বাচন এবং এর উপযোগিতা নির্ণয়ের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল ও জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী এর প্রতিনিধি এবং বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশালের পরিচালক এর সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক কুয়াকাটা মৌজায় জেএল নং ৫৭, খতিয়ান-১ এর দাগ নং ৪২৬৬, ৪২৬৭, ৪২৬০ এ মোট ৮০(আশি) শতাংশ ভূমি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের রেস্ট হাউজ কাম রিসোর্ট নির্মাণের জন্য সুপারিশ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর ২৪ মে ২০২৬ তারিখ প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন।	(ক) কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত কুয়াকাটা মৌজায় জেএল নং ৫৭, খতিয়ান-১, দাগ নং ৪২৬৬, ৪২৬৭, ৪২৬০ এ মোট জমির পরিমাণ ৮০ (আশি) শতাংশ ভূমি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে প্রতীকী মূল্যে বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (খ) প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তির পর জমিটি কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল ও জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালীকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	(ক) মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (খ) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (গ) বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল; (ঘ) জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী; (ঙ) পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল
২.৬	বান্দরবান জেলা শহরে কল্যাণ বোর্ডের ১ (এক) একর জমিতে রেস্টহাউস কাম রিসোর্ট নির্মাণ:	বান্দরবান জেলা শহরে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১ (এক) একর ভূমিতে রেস্টহাউস কাম রিসোর্ট নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমির সীমানা প্রাচীর এবং মালিকানার সাইন বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা এর সভাপতিত্বে ২৫/০২/২০২৬ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। উল্লেখ্য, উক্ত দাগের জমি সংক্রান্ত বিষয়ে হাইকোর্টে একটি	হাইকোর্টে চলমান মামলা নিষ্পত্তির পর উক্ত ভূমিতে রেস্টহাউস কাম রিসোর্ট নির্মানের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি করতে হবে।	(ক) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর; (খ) জেলা প্রশাসক, বান্দরবান; (গ) পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, চট্টগ্রাম;

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		মামলা চলমান আছে এবং হাইকোর্ট কর্তৃক উক্ত জমিতে স্ট্যাটাস কো প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের পক্ষ থেকে পক্ষভুক্ত হয়ে জোরালোভাবে জবাব প্রদান করা প্রয়োজন। সে প্রেক্ষিতে, রিট মামলা ৭১০৫/২০২৫ পরিচালনা ও পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য ১৩/০৪/২০২৬ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একজন প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে।		(ঘ)নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, বান্দরবান;
২.৭	রংপুর, ময়মনসিংহ ও বরিশাল-এ বোর্ডের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের জন্য খাস জমি বরাদ্দ/ভূমি অধিগ্রহণ:	**(ক) রংপুর:** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ভবন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের জন্য ১.০০ (এক) একর খাস জমি প্রতীকীমূল্যে বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ জন্য বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর-কে অনুরোধ করা যেতে পারে। **(খ) ময়মনসিংহ:** ময়মনসিংহ বিভাগীয় সদর দপ্তর নির্মাণ পরিকল্পনায় (Land Use Plan) কোন প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করে জায়গা বরাদ্দ রাখা হয়নি। তবে, উক্ত পরিকল্পনায় বোর্ডের আয় বর্ধক কাজের জন্য বাণিজ্যিক ভবন, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কমিউনিটি সেন্টার, ডরমিটরি ভবনসহ বোর্ডের আয়বর্ধক কর্মসূচি বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২.০০ (দুই) একর জায়গা পাওয়া যাবে মর্মে জানা যায়। তবে এ জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হতে পারে। এ জন্য বিভাগীয় সদর দপ্তর নির্মাণ পরিকল্পার বাহিরে কোন সুবিধাজনক স্থানে প্রবীণ নিবাস, আয়বর্ধক ভবন, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কমিউনিটি সেন্টার, ডরমিটরি ভবন, প্রবীণ নিবাস নির্মানের নিমিত্ত খাস জমি বা অর্পিত সম্পত্তি বোর্ডের নামে বরাদ্দের জন্য বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক-কে অনুরোধ করা যায়। **(গ) বরিশাল:** বরিশাল সদরের লুকাস কম্পাউন্ডে	(ক) বোর্ডের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ভবন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কমিউনিটি সেন্টারের জন্য ১ (এক) একর ভূমি বরাদ্দের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; (খ-১) বোর্ডের আয়বর্ধক কাজের জন্য ভবন, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কমিউনিটি সেন্টার, ডরমিটরি ভবন নির্মাণসহ বোর্ডের আয়বর্ধক কর্মসূচি বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২.০০ (দুই) একর জায়গা Land Use Plan এ অন্তর্ভুক্ত করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (খ-২) বিভাগীয় সদর দপ্তর নির্মাণ পরিকল্পনার বাইরে কোন সুবিধাজনক স্থানে প্রবীণ নিবাস, আয়বর্ধক ভবন, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কমিউনিটি সেন্টার, ডরমিটরি ভবন, প্রবীণ নিবাস নির্মানের নিমিত্ত ময়মনসিংহ শহরের আশে পাশে ২.০০ (দুই) একর খাস জায়গা বরাদ্দ প্রদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন; (গ) প্রস্তাবিত ভূমি প্রতীকী মূল্যে বন্দোবস্ত	(ক) মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (খ) বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল/রংপুর/ ময়মনসিংহ; (গ) জেলা প্রশাসক, বরিশাল/রংপুর/ ময়মনসিংহ; (ঘ) পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বরিশাল/রংপুর/ ময়মনসিংহ;

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		০.৩৩ শতাংশ জমির পরিবর্তে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বরিশাল-তালতলি-শায়েস্তাবাদ সড়কের সরকারি হাঁস মুরগীর খামার সংলগ্ন জে.এল, ৪৮ নং আমানতগঞ্জ মৌজার এস.এ. ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত ৭৯৫ নং দাগের ২.০০ (দুই) একর ভূমি বরাদ্দের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে সরকারি জমি বিক্রয়/হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ব্যতিক্রমধর্মী পরিস্থিতি ব্যতিরেকে প্রতীকী মূল্যে বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়টি নিরুৎসাহিত করায় প্রস্তাবটি ভূমি মন্ত্রণালয় হতে নামঞ্জুর করে কেস নথি ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে। পুনরায় প্রতীকী মূল্যে বন্দোবস্ত প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল ও জেলা প্রশাসক, বরিশাল-কে অনুরোধ করা যেতে পারে মর্মে সদস্য-সচিব অভিমত প্রদান করে।	প্রদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল এবং জেলা প্রশাসক, বরিশালের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	
২.৮	Rapid Action Battalion (Rab-02) এর সাথে শেরেবাংলা নগরস্থ কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়ার মেয়াদ বৃদ্ধি	বোর্ডের শেরেবাংলা নগরস্থ কমিউনিটি সেন্টারটি এর Rapid Action Battalion (RAB-02) নিকট ভাড়া প্রদান করা হয়েছে। ভাড়া চুক্তির মেয়াদ আগামি ৩০/০৬/২০২৬ তারিখে শেষ হবে। Rapid Action Battalion (RAB-02) আগামী ০১/০৭/২০২৬ থেকে ৩০/০৬/২০২৮ পর্যন্ত ২ (দুই) বছর চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির অনুরোধ জানিয়েছে।	Rapid Action Battalion (RAB-02) এর সাথে ০১/০৭/২০২৬ থেকে ৩০/০৬/২০২৮ পর্যন্ত ২ (দুই) বছরের ভাড়া প্রদানের চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(ক) মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (খ) মহাপরিচালক, Rapid Action Battalion।
২.৯	চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে প্রবীণ নিবাস ও সরকারি কর্মচারীর সন্তানদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আবাসিক সুবিধাসহ মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ:	বোর্ডের ৩৬তম সভায় চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাধীন জঙ্গাল সলিমপুর মৌজায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রবীণ নিবাস ও সরকারি কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য আবাসিক সুবিধাসহ মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের লক্ষ্যে ২০ একর ভূমি প্রতীকীমূল্যে বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। জঙ্গাল সলিমপুর মৌজায় অবৈধ দখল উচ্ছেদের সকল জায়গা উদ্ধারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে জানা যায়। ভূমি উদ্ধারের পর বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চাহিদাকৃত ২০ একর ভূমি প্রতীকী মূল্যে বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রামকে পুনরায় অনুরোধ করা যেতে পারে।	চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাধীন জঙ্গাল সলিমপুর মৌজায় ২০ একর ভূমি প্রতীকী মূল্যে বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(ক) মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (খ) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম; (গ) জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
২.১০	কল্যাণ তহবিল মাসিক চাঁদা ও যৌথবীমা প্রিমিয়াম বৃদ্ধি:	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদেয় চিকিৎসা অনুদান, কল্যাণ অনুদান, যৌথবীমা অনুদান, দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদানসহ সকল অনুদানের পরিমাণ গড়ে প্রায় ৫০% বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু বোর্ডের আয় অথবা চাঁদার হার বৃদ্ধি করা হয়নি। ফলে চাহিদা মত নির্ধারিত সর্বোচ্চ	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০২৬ বাস্তবায়নের তারিখ হতে প্রজাতন্ত্রের অসামরিক কাজে নিয়োজিত ১ম-২০তম গ্রেডের সকল কর্মকর্তা/	(ক) সচিব, অর্থ বিভাগ; (খ) মহাপরিচালক, বিকেকেবি;

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		হারে অনুদান প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া আবেদনকারীর সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই, চাঁদার পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এমতাবস্থায়, জাতীয় বেতনস্কেল ২০২৬ বাস্তবায়নের তারিখ হতে প্রজাতন্ত্রের অসামরিক কাজে নিয়োজিত ১-২০তম গ্রেডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর মূলবেতনের ১% হারে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা সর্বোচ্চ ৩৫০/- টাকা এবং ১-২০তম গ্রেডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর মূলবেতনের যৌথবীমা প্রিমিয়াম ০.৭০% হারে সর্বোচ্চ ২০০/- টাকা কর্তনের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সদস্যগণ চাঁদার পরিমাণ বেতনস্কেল বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। চাঁদা বৃদ্ধির বিবরণ সংযুক্ত (সংলাগ-ক)।	কর্মচারীর মূলবেতনের ১% হারে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা সর্বোচ্চ ৩০০/- টাকা এবং যৌথবীমা প্রিমিয়াম ০.৭০% হারে সর্বোচ্চ ২০০/- টাকা কর্তনের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	
২.১১	বেসামরিক প্রশাসনে চাকরিরত অবস্থায় কর্মচারীগণের মৃত্যুবরণ এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজনিত কারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও তার আওতাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় আর্থিক অনুদান বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে স্থানান্তর সংক্রান্ত।	বেসামরিক প্রশাসনে চাকরিরত অবস্থায় কোন সরকারি কর্মচারী মৃত্যুবরণ এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজনিত কারণে প্রদেয় আর্থিক অনুদান কার্যক্রম বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে স্থানান্তর করার বিষয়ে গঠিত কমিটি সুবিধাটি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে স্থানান্তর না করে বিদ্যমান অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া বহাল রাখাই সমীচীন হবে মর্মে সুপারিশ করেছেন।	বেসামরিক প্রশাসনে চাকরিরত অবস্থায় কোন সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুবরণ এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজনিত আর্থিক অনুদান প্রদান কার্যক্রম বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে স্থানান্তর না করে বিদ্যমান প্রক্রিয়া বহাল থাকবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
২.১২	বোর্ডের অব্যয়িত অর্থ এফডিআর এর পরিবর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের বন্ডে বিনিয়োগ;	বোর্ডের সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মেয়াদী আমানতের পরিবর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের বন্ড বা ট্রেজারি বন্ড এর লভ্যাংশ ও ঝুঁকি বিবেচনা করে বিনিয়োগের জন্য ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট গঠিত কমিটির (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রতিনিধি) সভা ০৫ মে ২০২৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এফডিআর ও বন্ডে বিনিয়োগের লাভের তুলনামূলক আলোচনা হয়। এছাড়া বোর্ডের কি পরিমাণ অর্থ বন্ডে বিনিয়োগ করা যাবে সে বিষয়ে Assessment করে কমিটির পরবর্তী সভায় বিনিয়োগের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করা হবে।	বন্ডে কি পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা যায়, সে বিষয়ে Assessment তৈরি করে কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা হবে।	(ক) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (খ) যুগ্মসচিব(সওক), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (গ) যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; (ঘ) যুগ্মসচিব (প্রশাসন), অর্থ বিভাগ; (ঙ) বিকেকেবি এর প্রতিনিধি
২.১৩	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মামলা পরিচালনার আইনজীবী নিয়োগ সংক্রান্ত;	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম এবং বোর্ডের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত মামলা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ০৭টি মামলা চলমান রয়েছে। এ সকল মামলা পরিচালনার জন্য বোর্ডের কোন আইনজীবী নেই। সরকারি আইনজীবী দ্বারা এ সকল বোর্ডের	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, আইন ২০০৪ (সংশোধিত ২০১৮) এর ধারা ৩(২) অনুযায়ী বোর্ডের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলা	মহাপরিচালক, বিকেকেবি;

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		মামলা পরিচালনার সুযোগ নেই মর্মে জানা যায়। সদস্য সচিব উল্লেখ করেন যে, বোর্ডের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনায় আইনজীবী নিয়োগের এখতিয়ার বোর্ডের থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ সভায় জানান যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন ২০০৪ (সংশোধিত ২০১৮) এর ধারা ৩(২) অনুযায়ী বোর্ড নিজেই আইনজীবী নিয়োগ করতে পারবে। এছাড়াও দুর্নীতি দমন কমিশন(দুদক) আইনের ন্যায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করা যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনায় বোর্ড প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করতে পারে মর্মে একমত পোষণ করে।	পরিচালনার জন্য বোর্ড নিজেই আইনজীবী নিয়োগ করবে।	
২.১৪	কর্মচারীদের অফিসে পরিবহনের নিমিত্ত বিআরটিসি হতে ইজারাকৃত বাসের ভাড়া বৃদ্ধি এবং স্টাফবাসের যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধিসংক্রান্ত	(খ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব ৫২টি ও বিআরটিসি হতে ভাড়াকৃত ৪৪টিসহ সহ সর্বমোট ৯৬টি স্টাফবাসের মাধ্যমে কর্মচারীদের পরিবহন সেবা প্রদান করা হয়। ঢাকা মহানগরী ও পাশ্ববর্তী জেলাসমূহে কর্মচারীদের পরিবহন করা হয়ে থাকে। ডিজেল, যন্ত্রাংশ, টায়ার ব্যাটারীসহ অন্যান্য মালামালের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় জুলাই/২০২৬ থেকে বাসভাড়া ২৫% হারে বৃদ্ধি করার জন্য বিআরটিসি ০৪/১০/২০২৫ তারিখে অনুরোধ জানায়। বিষয়টি ২৫/০১/২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডর ৪০তম সভায় উপস্থাপিত হলে ২০% ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সুপারিশের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ১৩/০৪/২০২৬ তারিখে সভা করে ভাড়া ২০% বৃদ্ধির সুপারিশ করে। পরবর্তীতে সরকার ১৮/০৪/২০২৬ তারিখে এবং ৩১/০৫/২০২৬ তারিখে জ্বালনীর দাম বৃদ্ধি ও সমন্বয় করে। এ প্রেক্ষিতে বিআরটিসি পুনরায় ০২/০৬/২০২৬ তারিখে এক পত্রে আরো ৩০% বাস ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব করে যা ১৯/০৪/২০২৬ হতে কার্যকর হবে মর্মে জানায়। সভায় স্টাফবাসের ভাড়া কিলোমিটার প্রতি সরকারি হারের মধ্যে সমন্বয় করার বিষয়ে আলোচনা হয়। গত বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভাড়া ২০% বৃদ্ধি এবং পরবর্তী জ্বালানীর দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় আরো ১৫% ভাড়া বৃদ্ধিসহ মোট ৩৫% বৃদ্ধির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তবে, উক্ত বৃদ্ধি কোন ক্রমেই সরকার নির্ধারিত কিলোমিটার প্রতি ২.৪২ টাকার বেশি হবে না। তদানুসারে স্টাফবাস সার্ভিসের যাত্রীদের ভাড়া ৩৫% বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয় এবং সে অনুযায়ী বড়বাসের	(ক) বিআরটিসি বাস ভাড়া ৩৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (খ) স্টাফবাস সার্ভিসের যাত্রীদের ভাড়া ৩৫% বৃদ্ধি করে বড়বাসে প্রতি কিলোমিটার ০.৬২৫ হতে ০.৮৫ টাকা এবং মিনিবাসে ১.২৫ হতে ১.৭০ টাকা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা পে-স্কেল কার্যকরের পর বাস্তবায়িত হবে।	(ক) মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি।

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		ভাড়া প্রতি কিলোমিটার ০.৬২৫ হতে ০.৮৫ টাকা এবং মিনিবাসে ১.২৫ হতে ১.৭০ টাকা বৃদ্ধি হবে।		
২.১৫	চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে ২১.৪৫ শতাংশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি প্রতীকীমূল্যে স্থায়ী-ভাবে বরাদ্দ/ ক্রয়:	পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ড (এপিএমবি) চট্টগ্রাম এর ১৭৮তম সভায় জেলা আবাসন বোর্ড, চট্টগ্রাম এর নিয়ন্ত্রণাধীন চট্টগ্রাম জেলার পাঁচলাইশ থানাধীন পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজায় অবস্থিত একতলা বিশিষ্ট তালিকাভুক্ত পরিত্যক্ত বাড়ি নম্বর-৩৫/এ-২, রোড নং-০১ নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, [চট্টগ্রাম (গেজেট পৃষ্ঠা নং-৯৭৬২ (১০৫), ক্রমিক নং-২১৬, মূলভবন ২৪৮.৩২ বর্গমিটার, একটি রাস্তা ৮৭.৭০ বর্গমিটার, সীমানা প্রাচীর ১৩২.৭০ বর্গমিটার ও ড্রেন ৪৪.৩৪ বর্গমিটার এবং (বাস্তব জমির পরিমাণ ২১.৪৫ শতাংশ)] এর মূলভবন ও অন্যান্য অবকাঠামোসহ সামগ্রিক সম্পত্তি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে ১,০০,০০১/- (এক লাখ এক) টাকা প্রতীকীমূল্যে স্থায়ীভাবে বরাদ্দ/বিক্রয় প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেনি। সে প্রেক্ষিতে বোর্ডের ৪০ তম সভায় মৌজা মূল্যে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রামকে অনুরোধ জানানো হলে ভূমিটির মৌজা রেট ২০২৫ অনুযায়ী জমির মূল্যসহ মোট প্রাক্কলিত মূল্য ৬,৪৯,১৩,৩৬৭.৮০/-(ছয় কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ তেরো হাজার তিনশত সাতষট্টি টাকা আশি পয়সা) নির্ধারণ করা হয় এবং স্থায়ী বরাদ্দের লক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক সুপারিশসহ প্রস্তাব ০৩/০৬/২০২৬ তারিখে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।	চট্টগ্রামের নাসিরাবাদের ২১.৪৫ শতাংশ ভূমি মৌজা রেট অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্য ৬,৪৯,১৩,৩৬৭.৮০ (ছয় কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ তেরো হাজার তিনশত সাতষট্টি টাকা আশি পয়সা) টাকায় ক্রয় করা যেতে পারে।	(ক) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়; (খ) মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (গ) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। (ঘ) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম
২.১৬	সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সন্তানদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন:	সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সন্তানদের জন্য সেবা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে গাজীপুরের দক্ষিণ পানিসাইল মৌজায় আর এস ৫৪ দাগে ৩.৩৪২৫ এবং আর এস ৫৬ দাগে ০.৩৬০০ একরসহ সর্বমোট ৩.৭০২৫ একর চালা শ্রেণির ভূমি প্রতীকী মূল্যে ১৫/০৬/২০২২ তারিখে বোর্ডকে [দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত লীজ দলিল (রেজিস্ট্রেশন)] প্রদান করা হয়। উক্ত বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ভূমি সুরক্ষায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও গেট স্থাপন করা প্রয়োজন। আর এস ৫৪ দাগের জমির বিষয়ে মামলা আছে মর্মে জানা যায়। এ প্রেক্ষিতে ৪০তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আর.এস দাগ নং-৫৬ এর ০.৩৬০০ একর জমির উপর গেটসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ (PART-C), ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে ১৯/০৫/২০২৬ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর-কে কাজ করার	বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ভূমি সুরক্ষার জন্য সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও গেট স্থাপন করার জন্য ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে যাবতীয় কার্যাদি গণপূর্ত অধিপ্তরের মাধ্যমে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	(ক) মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (খ) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		অনুমোদন দেওয়া হয়।		
আলোচ্যসূচি: ০৩। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কল্যাণডেস্কে ইজারা চুক্তির মেয়াদ নবায়ন/স্থগিতকরণ				
৩.১	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কল্যাণডেস্কে ইজারা চুক্তির মেয়াদ নবায়ন/স্থগিতকরণ	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩৪তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্মচারীগণকে বিমানবন্দরে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বোর্ডের ১২ জন কর্মচারী দিয়ে সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে একটি কল্যাণ ডেস্ক চালু করা হয়। বর্তমানে আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে ০৯ জন জনবল নিয়োগে অর্থ বিভাগ অনুমতি প্রদান করেছে। আগামী ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে বিধায় বেবিচক চুক্তি নবায়নের জন্য পত্র দিয়েছে। তবে, বিগত ০৮ মাসের (সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত) কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কল্যাণ ডেস্ক মাত্র ২৪৭ জন যাত্রীকে সেবা প্রদান করে। তাছাড়া, বিমান বন্দরে এরুপ সেবা দেয়ার জন্য কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। সরকারি কর্মচারীগণ বিমান বন্দরে অবস্থিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এরুপ সেবা গ্রহণ করে বিল-ভাউচার দাখিলের ভিত্তিতে অর্থ রি-ইমবার্স করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় কর্মচারীদের বৃহত্তর স্বার্থে কল্যাণ ডেস্কের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে এবং প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের ন্যায় সেবার পরিধি বৃদ্ধি করা যায় মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়। তাছাড়া, এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচার-প্রচারনা উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) কর্মচারীদের বৃহত্তর স্বার্থে কল্যাণ ডেস্কের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে ইজারা চুক্তি ১ (এক) বছরের জন্য নবায়ন করতে হবে; (খ) কল্যাণডেস্কের কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে; (গ) বোর্ডের নিজস্ব কর্মচারী এবং আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা ক্রয়ের মাধ্যমে কল্যাণডেস্কের সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	
আলোচ্যসূচি: ০৪। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন সংশোধন:				
৪.১	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন সংশোধন	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০১৮ এর কিছু কিছু ধারা ও উপ-ধারা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে পুনঃসংশোধনের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। দীর্ঘ সময় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলোসহ আইনটি পরীক্ষ-নিরীক্ষা এবং অংশীজনের মতামত গ্রহণ করে একটি চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করেছে। খসড়ায় করণিক ও মৌলিক এই দুই ধরণের সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে। করণিক সংশোধনীতে "আঞ্চলিক কমিটি" প্রতিস্থাপিত হবে "বিভাগীয় কল্যাণ কমিটি", "বোর্ড তহবিল"কে সুনির্দিষ্ট করে "বোর্ড তহবিলের উৎস", "বোর্ড তহবিল বিনিয়োগ", বোর্ড তহবিল ব্যবহার" ইত্যাদি রুপে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। অনুরুপভাবে, যৌথবীমা তহবিলও সুনির্দিষ্ট করা হয়। মৌলিক সংশোধনীতে "বোর্ড"কে নীতি নির্ধারণী	(ক) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০২৬ এর খসড়া সংশোধনী প্রস্তাবগুলোর বিষয়ে নীতিগত সম্মতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত হয়। তবে, সংশ্লিষ্ট অংশীজন এর মতামত গ্রহণ এবং আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে খসড়া প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; (খ) প্রস্তাবিত পরিচালনা পর্ষদে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদের	

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		বোর্ড হিসাবে সুনির্দিষ্ট করে "পরিচালনা পর্যদ" করার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং যেহেতু বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড বাংলাদেশের সকল অসামরিক কর্মচারীদের কল্যাণে কাজ করে সেহেতু নীতি নির্ধারণী বডি হিসাবে বোর্ডকে শক্তিশালী করার প্রস্তাব করা হয়েছে। যেহেতু, বোর্ডের সদস্য সচিব একজন সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা এবং বোর্ডটি শক্তিশালী করা প্রয়োজন তাই, সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে বোর্ড পুর্গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া, কল্যাণ ও যৌথবীমা তহবিল ব্যবহারে এবং চিকিৎসা ভাতা প্রদানের বিষয়েও সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে। সংশোধনীর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা কালে প্রস্তাবিত "পরিচালনা পর্যদে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতিকে এবং পরিচালনা পর্যদের সভাপতি কর্তৃক মনোনীত দুজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাকে পরিচালনা পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। সংশোধনীর বিস্তারিত প্রস্তাব সংযুক্ত **(সংলাগ-খ)**।	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত দুজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
আলোচ্যসূচি: ০৫। বিবিধ:				
৫.১	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন দু'টি কর্মসূচির কার্যক্রম অবহিতকরণ এবং কর্মসূচিগুলোর ২৪১টি অস্থায়ী পদ বছরভিত্তিক সংরক্ষণ অনুমোদন;	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দু'টি নিজস্ব কর্মসূচি রয়েছে। (ক) ১৯৫২ সাল হতে চলমান "কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্মসূচি" এবং (খ) ১৯৭৪ সাল হতে চলমান "স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি"। কর্মসূচি দু'টি বোর্ড কর্তৃক প্রণীত "স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারী চাকুরী নীতিমালা, ১৯৯৮" আলোকে কর্মচারী নিয়োগসহ তাদের চাকুরি সংক্রান্ত বিষয় পরিচালিত হয়। কর্মসূচি দু'টির পদ সৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি, বেতন নির্ধারণ (জাতীয় বেতনস্কেল অনুসারে), ভ্রমণ ভাতা, বাড়ি ভাড়া ভাতা, দায়িত্ব ভাতা, যাতায়াত ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, উৎসব ভাতা এবং ধোলাই ভাতা বেতনসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সরকারি কর্মচারীদের মত নির্ধারণ হয়। এছাড়া সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় বিভিন্ন ছুটি ও ১৮ মাসের ল্যাম্পগ্র্যান্টও পেয়ে থাকেন। শুধমাত্র শ্রান্তি বিনোদন ছুটি এবং পেনশন সুবিধা পায় না। তাছাড়া, বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন অনুদান সুবিধাও তারা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির ১৭০টি পদ এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৭১টি পদসহ সর্বমোট ২৪১টি (দুইশহ একচল্লিশ) পদ রয়েছে যা বছর বছর বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত হয়। কর্মসূচি দু'টি যেমন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বা অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত নয় তেমনি এদের বিষয়ে কোন পরমর্শ বা কোন বিষয়ে	(ক) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত "স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি"র ১৭০টি পদ এবং "কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র"র ৭১টি পদসহ সর্বমোট ২৪১ (দুইশত একচল্লিশ) টি পদ আগামী ৩০ জুন ২০২৭ পর্যন্ত বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; (খ) যেহেতু কর্মসূচি দু'টি কর্মচারীদের কল্যাণে দীর্ঘদিন যাবৎ পরিচালিত হচ্ছে এবং পদগুলোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সেহেতু কর্মসূচি দু'টি আপাতত চলমান থাকতে পারে এবং কর্মসূচি দু'টির কর্মচারীদের বেতন-ভাতাও বিদ্যমান নীতিমালা ও বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্ধারিত হতে পারে।	মহাপরিচালক, বিকেকেবি;

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		অনুমোদনও গ্রহণ করা হয় না। বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকেই এদের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কর্মসূচি দু'টির কর্মচারীগণকে বোর্ড কর্মচারী হিসাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য ২০১২ সালে ১৫তম বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে, ২০১৫ সালে কর্মুসূচি দু'টির কর্মচারীগণ রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মচারী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন দায়ের করলে উক্ত কার্যক্রম থেমে যায়। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগে কর্মচারীগণের পক্ষে মামলার রায় প্রদান করা হয়। বর্তমানে আপীল বিভাগে সিভিল রিভিউ পিটিশন শুনানীর জন্য অপেক্ষায় আছে। সিভিল রিভিউ পিটিশন শুনানীর জন্য গৃহীত না হলে তাদেরকে রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মচারী হিসাবে আত্তীকরণ করতে হবে যদিও বোর্ড রাজস্ব বাজেটভুক্ত প্রতিষ্ঠান নয়। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত "স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি"র ১৭০টি পদ এবং "কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র"র ৭১টি পদসহ সর্বমোট ২৪১ (দুইশত একচল্লিশ) টি পদের সংরক্ষণ মেয়াদ আগামী ৩০ জুন, ২০২৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা এবং কর্মসূচি দু'টির জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থবিভাগের সম্মতির মাধ্যমে নিয়মিত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের সচিব উল্লেখ করেন যে, বর্ণিত কর্মসূটি দু'টি নিয়মিত কর্মসূচি হিসাবে অনুমোদন প্রদান অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া এবং এতে জটিলতা আরো বাড়তে পারে। তাই, পূর্বের ধারাবাহিকতায় প্রচলিত রীতি-নীতি এবং বোর্ডের সিদ্ধান্তের আলোকেই কর্মসূচি দু'টি চলমান থাকতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং আলোচনায় সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।		
৫.২	ভূতাপেক্ষভাবে চাকরি স্থায়ী/জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সুবিধা প্রাপ্তি সংক্রান্ত:	কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভূতাপেক্ষভাবে সরকারি হওয়ায় শিক্ষক ও কর্মচারীরা পে-ফিক্সেশন আইবাস সফটওয়্যারে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে ম্যানুয়্যালি পেনশন পাচ্ছেন। কিন্তু বোর্ডে আবেদনের ক্ষেত্রে আইবাস থেকে পে-ফিক্সেশন প্রয়োজন হয়। এরূপ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর স্বল্প সংখ্যক হওয়ায় ম্যানুয়্যাল পদ্ধতি/অথবা আলাদাভাবে সফটওয়্যারে এন্ট্রি করার ব্যবস্থা সংযুক্ত করে কল্যাণ অনুদানের আবেদন নিষ্পত্তির বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	ভূতাপেক্ষভাবে জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ (যাদের পে-ফিক্সেশন হয়নি) কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদেয় সুবিধা পাওয়ার জন্য ম্যানুয়্যাল পদ্ধতিতে এবং আলাদাভাবে সফটওয়্যারে এন্ট্রি করার	

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
			ব্যবস্থা সংযুক্ত করে কল্যাণ অনুদান প্রদান করতে হবে।	
৫.৩	খান মেজবাউল আলম, হিসাবরক্ষণ অফিসার (গ্রেড-২), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর বিধি বহির্ভূতভাবে রাজস্ব খাতের বেতন আহরণ এবং বিভাগীয় মামলা প্রসঙ্গে	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে ২০০৮ সালে ০৩ ক্যাটাগরির (হিসাবরক্ষক, ক্যাশিয়ার, অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক) মোট ৯ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। উক্ত নিয়োগে খান মেজবাউল আলম-কে ক্যাশিয়ার পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। নিয়োগকৃত সকল কর্মচারী বোর্ড হতে বেতন ভাতা গ্রহণ করলেও জনাব মেজবা একই স্মারক ও তারিখে একটি একক নিয়োগপত্র সৃজন করে রাজস্বখাতভূক্ত কর্মচারী হিসেবে এজি অফিসের মাধ্যমে বেতনভাতাদি পেয়ে আসছেন। কিন্তু একক নিয়োগপত্রের বিষয়টি অফিস এবং নথিপত্র পর্যালোচনায় পাওয়া যায়নি। ফলে উক্ত নিয়োগপত্রটি তিনি জালিয়াতি/দুর্নীতির মাধমে প্রস্তুত করা হয়েছে মর্মে তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে খান মেজবাউল আলম, হিসাবরক্ষণ অফিসার (গ্রেড-২) হিসাবে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় সংযুক্ত আছেন। তিনি চাকরির শুরু হতে বিধি বহির্ভূতভাবে রাজস্বখাতভুক্ত কর্মচারীর ন্যায় বেতন নির্ধারণ ও বেতন-ভাতাদি গ্রহণ করেছেন উল্লেখপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয় খান মেজবাউল আলম কর্তৃক ০৯/০১/২০০৮ তারিখ হতে আহরিত সকল বেতন-ভাতা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমাদানের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড-কে অনুরোধ করে এবং পে-ফিক্সেশন বাতিল করে। একইসঙ্গে উক্ত স্মারকে আরও উল্লেখ করা হয় যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট হতে বেতন-ভাতা আদায় অথবা বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তার জিপিএফ জমাকৃত স্থিতি ৭,৫৬,৬৫৩/- (সাত লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার ছয়শত তিপ্পান্ন) টাকা সংযুক্ত তহবিলে স্থানান্তরের বিষয়েও বোর্ডকে অবহিত করা হয়েছে। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয় কর্তৃক তার পে-ফিক্সেশন বাতিল করায় নভেম্বর ২০২৫ তারিখ থেকে তার বেতন-ভাতাদি বন্ধ রয়েছে। বিধি বহির্ভূতভাবে রাজস্বখাতভুক্ত কর্মচারীর ন্যায় বেতন নির্ধারণ ও বেতন-ভাতাদি গ্রহণ করায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা ০১/২০২৫ দায়ের করা হয়। বিভাগীয় মামলায় তিনি দোষী সাব্যস্ত হন এবং তদন্ত কমিটি তাকে গুরুদন্ড প্রদানের সুপারিশ করে।	(ক) খান মেজবাউল আলম, হিসাবরক্ষণ অফিসার (গ্রেড-২), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ০৯/০১/২০০৮ তারিখ থেকে নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বোর্ড কর্মচারী হিসাবে যে পরিমাণ বেতন-ভাতা প্রাপ্য হয়েছিলেন তা হিসাব করে উক্ত অর্থ বোর্ড কর্তৃক ট্রেজারি চালান/ পেঅর্ডারের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে/ সংশ্লিষ্ট রাজস্ব খাতে জমা প্রদান করতে হবে। তবে, যদি বোর্ড হতে প্রাপ্ত বেতন-ভাতা রাজস্বখাত হতে উত্তোলিত বেতন-ভাতা হতে কম হয়, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ জনাব মেজবা নিজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করবেন; (খ) চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পে-ফিক্সেশন বাতিল হওয়ায় তার বেতন-ভাতাদি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হিসাবে পুনরায় নির্ধারণপূর্বক বেতন-ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে; (গ) জনাব খান মেজবাউল আলম এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার পরবর্তী কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।	

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সদস্যগণ তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন যে, খান মেজবাউল আলম বোর্ডের নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে কাজ করেছে এবং দু'টি পদোন্নতিও পেয়েছে। তিনি রাজস্বখাত হতে বেতন গ্রহণ না করলেও বোর্ড হতে বেতন গ্রহণ করতেন। এমতাবস্থায় মানবিক দিক বিবেচনা করে বোর্ড কর্মচারী হিসেবে ০৯/০১/২০০৮ তারিখ থেকে প্রাপ্য বেতন ভাতা হিসাব করে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে অথবা পেঅর্ডারের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে রাজস্বখাত হতে আহরিত বেতনের সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা যায়। তবে, যদি বোর্ড হতে প্রাপ্ত বেতন-ভাতা রাজস্বখাত হতে উত্তোলিত বেতন-ভাতা হতে কম হয়, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ জনাব মেজবা নিজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করবে। তাছাড়া, চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পে-ফিক্সেশন বাতিল হওয়ায় তার বেতন-ভাতাদি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হিসাবে পুনরায় বেতন নির্ধারণপূর্বক নিয়মিত বেতন-ভাতা করা যেতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়। এছাড়া, খান মেজবাউল আলম বিধি বহির্ভূতভাবে রাজস্বখাতভুক্ত কর্মচারীর ন্যায় বেতন নির্ধারণ ও বেতন-ভাতাদি গ্রহণ করায় তার বিরুদ্ধে আনীত ০১/২০২৫ নং বিভাগীয় মামলায় দোষী সাব্যস্থ হওয়ায় তাকে নিম্নপদে অবনমিতকরণ করা যায় মর্মে সভায় মতামত প্রদান করা হয়।		
৫.৪	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে তালিকাভুক্তির জন্য বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত নতুন আবেদনসমূহের বিষয়ে সিদ্ধান্ত:	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদত্ত সেবার গ্রহণের নিমিত্ত বোর্ডের আওতাভুক্ত হওয়ার জন্য ৪৫ টি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান আবেদন করেছে। বর্তমানে বোর্ডে এরুপ ২৭টি প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত আছে। বোর্ড আইনের ধারা (১) এর উপ-ধারা (৩) এ নিম্নবর্ণিত বিষয় উল্লেখ রয়েছে: "এই আইন ধারা ২(খ) এ সংজ্ঞায়িত কর্মচারী এবং সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কর্তৃপক্ষ, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে কর্মচারী হিসাবে ঘোষণা করিবে সেই সকল কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে"। উল্লেখ্য যে, বোর্ডের তালিকাভুক্ত ২৭টি প্রতিষ্ঠান হতে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর বিধি (৭) ও (৮) অনুযায়ী কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়াম আদায় করা হয় এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ধারা (১৬) ও (১৭) এর বিধানমতে কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল	স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কল্যাণ বোর্ডের আওতাভুক্ত করার বিষয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। এ বিষয়ে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিকেকেবি;

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		হতে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। আরো ৪৫টি প্রতিষ্ঠান বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করেন। তালিকাভুক্ত ২৭টি প্রতিষ্ঠান হতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কর্মচারীগণের নিকট হতে প্রাপ্তি ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী হিসাবে দেখা যায় যে কল্যাণ চাঁদা প্রাপ্তির চেয়ে বছরে ব্যয়ের পরিমাণ ১,৪৯,৭০,৮০০/- টাকা অর্থাৎ ১০৬.৯৪% বেশী। চাঁদা দাতাগণের মধ্যে ৯.৩১% আবেদন করে থাকেন যৌথবীমা প্রিমিয়াম প্রাপ্তির চেয়ে বছরে ব্যয়ের পরিমাণ ১,২০,০০,০০০/- টাকা অর্থাৎ ১২৯% বেশী। প্রিমিয়াম প্রদানকারীগণের ০.৮১% আবেদন করে থাকেন। এমতাবস্থায়, আরো ৪৫ প্রতিষ্ঠান কল্যাণ অনুদানের আওতাভুক্ত হলে সরকার কর্তৃক অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।		
৫.৫	বোর্ডের জনবল নিয়োগ কার্যক্রম অবহিতকরণ	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, বোর্ডের ১১ (এগারো) ক্যাটাগরির ৫৬(ছাপ্পান্ন)টি শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে ২০২৩ সালে একবার এবং ২০২৪ সালে একবার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলেও বিভিন্ন কারণে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ২০২৬ সালে পুনরায় উক্ত পদসমূহে নিয়োগের লক্ষ্যে ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। তবে, অদ্যাবধি পদগুলোর সংরক্ষণের আদেশ পাওয়া যায়নি। উক্ত পদগুলোতে নিয়োগের লক্ষ্যে ১৯ জুন ২০২৬ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আলোচনায় সদস্যগণ মতামত ব্যক্ত করেন যে, পদগুলো শূন্য থাকায় বোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে সরকারি শূন্য পদে দ্রুত নিয়োগের অঙ্গীকারের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন। সভায় আরও মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, নিয়োগ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবিধানমালার বিধান অনুসরণ করে অবজেক্টিভ, লিখিত, মৌখিক এবং ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ মেধাভিত্তিক নিয়োগ নিশ্চিত করা উচিত। একই সঙ্গে পরীক্ষার আবেদন গ্রহণ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও ফলাফল প্রকাশসহ সমগ্র নিয়োগ কার্যক্রম দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, বাংলাদেশ	জনবল নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি) এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কারিগরি ও প্রশাসনিক সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।		
৫.৬	অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য প্রবীণ নিবাস, আবাসন সুবিধা, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণ	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব উল্লেখ করেন যে, বোর্ড আইনে কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডকে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, স্বল্প ব্যয়ে আবাসিক প্লট প্রদানসহ কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণের ম্যান্ডেট দেয়া আছে। তাছাড়া, বর্তমান বাস্তবতায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য প্রবীণ নিবাস তৈরি একটি জরুরি বিষয় হিসাবে দেখা দিয়েছে। এ জাতীয় কার্যক্রম বোর্ড গ্রহণ করতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সচিব মহোদয়ের প্রস্তাবের সাথে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।	প্রযায়ক্রমে প্রবীণ নিবাস তৈরি, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, স্বল্প ব্যয়ে আবাসিক প্লট নির্মানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দের জন্য গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করতে হবে। প্রাথমিকভাবে প্রবীণ নিবাসের জন্য পূর্বাচলে ২ (দুই) একর ভূমি বরাদ্দের আবেদন করতে হবে।	ক) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়; (খ) মহাপরিচালক, বিকেকেবি;

৬.০। সভাপতি বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং গুরুতপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৮।৭।২৫

মোঃ এহছানুল হক
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড